সংবাদ

তারিখ 9 FEB 2017
পৃষ্ঠা

৪০ দিন পার

পাঠ্যবই সংশোধনে কার্যকর উদ্যোগ নেই

রাকিব উদ্দিন

নতুন শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যবইয়ের ভুল বানান ও তথ্য-বিভ্রাট সংশোধনে কার্যকর কোন উদ্যোগ নেই। শিক্ষাবর্ষের ৪০ দিন চলে গেলেও সাম্প্রদায়িক পাঠ্যসূচি পরিবর্তন বা প্রত্যাহারেরও কোন তৎপরতা নেই শিক্ষা প্রশাসনের। এর ফলে কোমলমতি শিশুদের পড়তে হচ্ছে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদের চেতনায় রচিত ভুলে ভরা পাঠ্যক্রম। ঢাকডোল পিটিয়ে দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও তারা নানা অজুহাতে কালক্ষেপণ করছেন।

নতুন শিক্ষাবর্ষে মোট পৌনে ছয়শ বিষয়ের বইয়ের দুই শতাধিক বইয়েই বিপুল সংখ্যক ভুল-ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি রয়েছে বলে তদন্ত কমিটি এবং এনসিটিবির কর্মকর্তারা ধারণা করছেন। পাশাপাশি বানান ভুল, বিভ্রান্ত ছবি, অস্পষ্ট ছাপা, তথ্য-বিভ্রাট এবং বাক্যে গোঁজামিল ও জোড়াতালি রয়েছে নতুন বইয়ে। এগুলো চিহ্নিত করতে মহা দুশ্চিন্তায় পড়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকর্তারা।

এজন্য সংস্থাটি শিক্ষাবর্ষের শুরুতে কিছু বইয়ের চিহ্নিত কিছু ভুল ও বিকৃত তথ্যের সঠিক বানান ও তথ্য দিয়ে সারাদেশে একটি সংযুক্তি বা ডিও পার্ট পাঠানোর উদ্যোগ নিলেও সেই প্রক্রিয়াও এগুচ্ছে না। এছাড়া শিক্ষার্থীরা আদৌ এই ধরনের সংযুক্তি বই পাবে কীনা তা এখন বলতে পারছে না এনসিটিবির কর্মকর্তারা।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এনসিটিবির সচিব ইমরুল হাসান গতকাল সংবাদকে বলেন, 'আমরা পাঠ্যবইয়ের একটি সংযুক্তি তৈরি করব। পরে এটি এনসিটিবি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেয়া হবে।' তবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংস্থাটির একজন পাঠ্যবই : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

পাঠ্যবই : সংশোধনে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সংবাদকে জানান, সব বিষয়ের পুস্তকের মেজর (বড়) ভুল-ভ্রান্তিগুলো চিহ্নিত এবং তথ্য হালনাগাদ করে ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে পরিমার্জিত পাঠ্যবই বিতরণ করা হবে। তবে সব বই আদ্যোপান্ত রিভিউ করা সম্ভব নয়। এছাড়া ভুলের সংখ্যা বেশি হওয়ায় তা চিহ্নিত করতে হিমশিম খাচ্ছে এনসিটিবি ও মন্ত্রণালয়ের দুটি তদন্ত কমিটি। এজন্য সংযুক্তি তৈরিতে আরও দু'তিন মাস সময় লাগবে।

২০১৭ শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যপুস্তকের ভুল-ভ্রান্তি চিহ্নিত করা, সংশোধন করা এবং এর জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে গঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি দায়সারা গোছের প্রতিবেদন দিয়ে পাঠ্যবইয়ের বড় ধরনের কেলেঙ্কারি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

কারণ এখন পর্যন্ত গণমাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকে যেসব বানান ও তথ্য বিভ্রাট উঠে এসেছে তদন্ত কমিটির কাজের পরিধি কেবল সেগুলো সংশোধনের ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। আর এলোমেলো ও ভুলে ভরা পাঠ্যবই মুদ্রণের পুরো দায়ভার এনসিটিবির ঘাড়ে চাপাচ্ছে তদন্ত কমিটি।

'পাঠ্যপুস্তকে ভুলত্রুটি নির্ণয় ও ভুলত্রুটির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ' সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির সদস্য এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন কিছুদিন আগে সংবাদকে বলেন, 'সব বইয়ের ভুলত্রুটি আমরা খুঁজে পাব না। আমাদের পক্ষে তা সম্ভবও নয়। এখন পর্যন্ত যেসব ভুলত্রুটি নজরে এসেছে সেগুলো নিয়েই আমরা কাজ করছি। সব বইয়ের ভুলত্রুটি শনাক্ত করতে হলে পুরো বই রিভিউ করতে হবে, যার জন্য কমপক্ষে এক বছর সময় প্রয়োজন। সেটি করতে হলে আলাদা কমিটিও গঠন করতে হবে। তাছাড়া কনটেন্ট পরিবর্তন করতে হলে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন।' তিনি বলেন, 'আমি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের প্রায় সব বই সংগ্রহ করেছি, এগুলো যাচাই-বাছাই করে প্রতিবেদন তৈরি করা হবে।'

নতুন পাঠ্যপুস্তকের অধিকাংশেই কম-বেশি ভুল, তথ্য বিভ্রাট, ভুল তথ্য ও অসংলগ্ন বাক্য ছাপানো হয়েছে। ভুলে ভরা এসব নিয়ে দেশব্যাপী সমালোচনার ঝড় বইছে। তথ্য বিকৃত এসব বই পাঠদানে শিক্ষকরাও বিব্রত হচ্ছে। ফলে সব বই রিভিউ (পুনঃমূল্যায়ন) করার দাবি জানিয়েছেন দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদরা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) একাধিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সংবাদকে জানান, 'বিষয় ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ শিক্ষক দিয়ে এখন আর সব বইয়ের ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের সুযোগ নেই। সব পুস্তক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে কমপক্ষে পাঁচ থেকে ছয় মাস সময়ের প্রয়োজন। সেটা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি নানামুখী সমালোচনার কারণে খণ্ডকালীন বিষয় ভিত্তিক বিষেজ্ঞরাও এখন এনসিটিবিকে সহযোগিতা করতে বিব্রতবোধ করছেন।'

বিষয় ভিত্তিক পুস্তকের তথ্য : এনসিটিবির তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ৫৭৪টি বিষয়ের পাঠ্যবই ছাপানো হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা মাধ্যমের ৩৩টি ও ইংরেজি ভার্সনের ২৩টি, ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা মাধ্যমের ১০২টি ও ইংরেজি ভার্সনের ৬৫টি, এসএসসির (ভোকেশনাল) ট্রেড বই ৬১টি, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ব্রেইল বই ১০৯টি, শিক্ষক নির্দেশিকা (টিজি) ৫৬টি, মাদ্রাসার এবতেদায়ির ৩৬টি ও দাখিল স্তরের ৭৯টি এবং পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুর জন্য ১০টি বিষয়ের বই ছাপানো হয়েছে। এ ব্যাপারে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান একেএম ছায়েফ উল্লাহ সংবাদকে বলেন, 'সাধারণ বইয়ে যেহেতু ভুল-ভ্রান্তি ভরা, আমাদের বইয়েও তা পাওয়া গেছে। মাদ্রাসার মূল ৩৫টি বই রিভিউ (পরীক্ষা-নিরীক্ষা) করে এনসিটিবিতে প্রতিবেদন জমা দিয়েছি। তবে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা বাধ্যতামূলকভাবে সাধারণ শিক্ষার যেসব বই পড়ছে সেগুলোতে ভুলের সংখ্যা বেশি, যা এনসিটিবিকে সংশোধন করতে হবে'। তিনি জানান, '২০১৮ শিক্ষাবর্ষে মাদ্রাসার সব বই থেকে জেহাদ শব্দ বাদ দেয়া হয়েছে।'

এ বছর প্রথম দিন চার কোটি ৩৩ লাখ ৫৩ হাজার ২০১ জন শিক্ষার্থীর হাতে মোট ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার বই ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করে সরকার। এনসিটিবি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে। এই সংস্থার মাধ্যমে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সব ধরনের পাঠ্যবই ছাপানো হয়।

এনসিটিবির ঘাড়ে দায় চাপানোর চেষ্টা : পাঠ্যপুস্তকে ভুল-ভ্রান্তির কারণ ও এর জন্য এনসিটিবির সাতজন কর্মকর্তাকে দায়ী করতে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি। এই সাত কর্মকর্তার প্রায় সবাই সংস্থাটির উচ্চ পর্যায়ে দায়িত্বে আছেন বা ছিলেন। তাদের অবহেলার কারণেই পাঠ্যবইয়ে মাত্রাতিরিক্ত ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে বলে ধারণা করছে তদন্ত কমিটি। কমিটি নির্ভুল পাঠ্যবই তৈরিতে কিছু সুপারিশ করবেন বলে সংবাদকে জানিয়েছেন তদন্ত কমিটির একজন সদস্য।

একটি বই রচনা ও সম্পাদনার দায়িত্বে থাকেন কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ। বই পরিমার্জনের দায়িত্বেও থাকে আরেক পরিষদ। তবে একটি বইয়ের সার্বিক দায়িত্বে থাকেন একজন বিশেষজ্ঞ, যিনি মূলত ওই বইয়ের ভুলত্রুটির জন্য প্রধান দায়ী।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তদন্ত কমিটির এক সদস্য বলেন, 'এনসিটিবিতে মেধাবী ও গবেষকদের পদায়ন হওয়ার কথা, কিন্তু সংস্থাটির অধিকাংশ পদ অদক্ষ কর্মকর্তাদের দখলে। তাদের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে একটি সিন্ডিকেট। তারাই এনসিটিবি নিয়ন্ত্রণ করছে। সংস্থাটির সাত-আটজন কর্মকর্তার কারণে পাঠ্যপুস্তকে এবার ভুল-ভ্রান্তি বেশি হয়েছে। কর্মকর্তাদের বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্যও বেরিয়ে আসছে। তাদের আলাদা করে একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে দোষী ব্যক্তিদের শনাক্ত করা হয়েছে।'

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তদন্ত কমিটির সদস্য অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন কিছুদিন আগে সংবাদকে বলেন, 'গবেষক বা বিশেষজ্ঞের পদে পদায়ন করে একজন শিক্ষকের নেইম প্লেইট ঝুলিয়ে দিলেই তিনি গবেষক বা বিশেষজ্ঞ হয়ে যাবেন, এটাতো হয় না। এই অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন।'

এ ব্যাপারে এনসিটিবির একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংবাদকে বলেন, 'প্রথম দুই মন্ত্রণালয়ের আমলাদের অযাচিত হস্তক্ষেপের কারণেই নতুন পাঠ্যবইয়ের কনটেন্ট ভালোভাবে পরিমার্জনের সময় পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়ত, প্রভাবশালী মহলের তদবিরের চাপে এনসিটিবিতে কর্মকর্তা পদায়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এজন্য পাঠ্যবইয়ে নৈরাজ্যের দায় এনসিটিবির ওপর বর্তায় না।' জানা গেছে, চলতি শিক্ষাবর্ষের বইয়ের কনটেন্ট তৈরির জন্য মোট ৭৭ জন বিষয় ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ দায়িত্ব পালন করেন। এর মধ্যে এনসিটিবির নিজস্ব ৬৪ জন কর্মকর্তার মধ্য থেকে দায়িত্ব পালন করেন ৫২ জন এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের চার কর্মকর্তা এনসিটিবিতে সংযুক্ত অবস্থায় দায়িত্ব পালন করেন। আর ১৮ জন বিশেষজ্ঞ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্পের এবং বাকি দু'জন এনসিটিবির আর্টিস্ট কাম ডিজাইনার।

এছাড়াও এনসিটিবির প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা নাসির উদ্দিনকে হিসাব সামলানোর পাশাপাশি দাখিল এবং নবম শ্রেণীর বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের গণিত বই এবং উর্ধ্বতন ভাণ্ডার কর্মকর্তাকে ক্যারিয়ার শিক্ষা বই সম্পাদনের দায়িত্ব দেয়া হয়।

এদিকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান সাংবাদিকদের বলেছেন, 'এনসিটিবি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিনে হওয়ায় আমরা তাদের ওপর নির্ভর করে থাকতাম। আমাদের সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে। আগামী বছর থেকে প্রাথমিকের বই আমরা নিজেরাই প্রণয়ন ও ছাপার চিন্তাভাবনা করছি।'

পাঠ্যপুস্তকের ভুলত্রুটি চিহ্নিত করা এবং এর জন্য দায়ীদের শনাক্ত করতে গত ৯ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব রুহী রহমানকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পরে কমিটিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিবকেও সদস্য করা হয়। এই কমিটির প্রতিবেদন ৭ কর্মদিবসের মধ্যে দেয়ার কথা থাকলেও, তারা ১০ কর্মদিবসেও তা দিতে পারেনি। এজন্য ২২ জানুয়ারি কমিটিকে আরও সাতদিন সময় দেয়া হয়। পরে এই কমিটি আরেক দফা সময় নিয়েছে, যা ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। প্রতিবেদন তৈরির সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন গতকাল সংবাদকে বলেন, 'সব বই এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সময় নেই। এজন্য এখন পর্যন্ত বিভিন্ন পত্রিকায় যেসব ভুল-ভ্রান্তি ছাপা হয়েছে সেগুলোই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হচ্ছে।'